NOV. 25 2001

যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ... ৬ ......

বঙ্গবন্ধু মেডিকেল ভার্সিটি ও পিজি দুটোই থাকবে

যুগান্তর রিপোর্ট

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আগের মতোই বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদায় বহাল থাকবে এবং পিজি হাসপাতালকে তার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া হবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন এ ঘোষণা দিয়েছেন। গতকাল শনিবার তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে হাসপাতালকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক এমএ হাদী, উপ-উপাচার্যদ্বয় অধ্যাপক মোঃ তাহির ও অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক

পিজি : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৩

পিজি : মেডিকেল ভার্সিটি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মবিন খান গতকাল সকালে নিজ নিজ পদে যোগদান করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা এবং সর্বস্তরের কর্মচারীরা ফুলের তোড়া দিয়ে উপাচার্যের দফতরে উপাচার্যসহ নবনিযুক্তদের বিপুলভাবে অভিনন্দন জানান এবং তাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, চিকিৎসক পরিষদ এবং কর্মচারী ও নার্সদের এক যৌথ সভায় নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বানচাল করার যে কোন পদক্ষেপ বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। গতকাল শনিবার থেকে পরবর্তী ৩ দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তারা আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করবেন।

গতকাল ডা. মিলন অডিটরিয়ামে আয়োজিত শিক্ষক, চিকিৎসক ও কর্মচারীদের যৌথ সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট নৈতিক ও নিয়মতান্ত্রিক হয়নি। বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট হাসপাতালকে আবার পিজি হাসপাতালে রূপান্তরে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তকে সভায় নেহায়েতই হঠকারী ও উস্কানিমূলক আচরণ বলে মন্তব্য করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেটে স্থাপিত পিজি হাসপাতালের নামফলক সরিয়ে ফেলার জন্য কর্তৃপক্ষকে তিন দিন সময় বেঁধে দেয়া হয় এবং নামফলক সরিয়ে ফেলা ও স্থাপনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে শাস্তির দাবি জানানো হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ডা. মোয়াজ্জেম হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যাপক ইকবাল আর্সলান, চিকিৎসক পরিষদের সভাপতি ডা. এমএ আজিজ, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডা. কামরুল হাসান খান, চিকিৎসক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ডা. জাকারিয়া স্বপন, বেসিক সায়েন্স বিভাগের ডিন অধ্যাপিকা নাহার রহমান, বিএমএ'র নেতা ডা. শরফুদ্দিন আহমেদ, সার্জারি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. আতা-ই-রাব্বি, তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতির সভাপতি মোঃ ইসহাক, চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী সমিতির সভাপতি রিয়াজ উদ্দিন ও নার্স নেত্রী মিস শান্তি। অধ্যাপক চিকিৎসক ও কর্মচারীদের যৌথ সমাবেশে বক্তারা বলেন, নতুন প্রশাসন এসে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা পর্যালোচনা করে ও মাথা ঠাণ্ডা রেখে কর্মসূচি নির্ধারণ করা উচিত। তারা বলেন, নতুন প্রশাসন যদি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বানচাল করার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে তবে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। পিজি হাসপাতাল করার বেআইনি সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে আজ থেকেই আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। যতদিন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নামফলক স্থাপন না করা হবে, ততদিন আমাদের আন্দোলন থামবে না। সভায় নবনিযুক্ত উপাচার্যসহ সবাইকে স্বাগত জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং সভা শেষ হওয়ার পরপরই শিক্ষক সমিতি, চিকিৎসক পরিষদ, কর্মচারী ও নার্স নেতৃবৃন্দ উপাচার্য কার্যালয়ে গিয়ে নবনিযুক্তদের স্বাগত জানান এবং কুশল বিনিময় করেন। এ সময় নেতৃবৃন্দ মেডিকেল বিশ্বদ্যিালয়ের মান-মর্যাদা যাতে ক্ষুণ্ন না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে কাজ করে যাওয়ার জন্য উপাচার্যের প্রতি আহ্বান জানান। উপাচার্য অধ্যাপক এমএ হাদী জবাবে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় তার আইন অনুযায়ী চলবে।

এদিকে সরকার সাবেক পিজি হাসপাতাল পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি মেনে নেয়ায় বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে গতকাল সকালে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিজয় মিছিল বের করা হয়। মিছিলে পরিষদের সভাপতি আবুল কাসেম, নজরুল ইসলাম চৌধুরী, আবদুল মতিন, শামীমা আক্তার প্রমুখ নেতৃত্ব দেন। মিছিল শেষে তারা উপাচার্য কার্যালয়ে গিয়ে উপাচার্য, উপ-উপাচার্যদ্বয় এবং কোষাধ্যক্ষকে ফুলের তোড়া দিয়ে অভিনন্দন ও স্বাগত জানান।

পরিষদের সভাপতি আবুল কাসেম যুগান্তরকে বলেন, আমরা সাবেক পিজি হাসপাতালের কর্মচারীরা উপাচার্যকে হাসপাতাল চালাতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে যাব। কর্মচারীদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। সরকার পিজি হাসপাতাল চালুর দাবি বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ নেবে, এটাই কর্মচারীদের প্রত্যাশা।

গতকাল থেকে নার্স ও কর্মচারীরা হাসপাতালে তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু করেছেন। বিভিন্ন বিভাগ ও ওয়ার্ডে কিছু কিছু নতুন রোগী ভর্তি করা হয়েছে।

নয়া ভিসি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক এমএ হাদী গতকাল শনিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেই বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি কয়েকদিন গেলেই ঠিক হয়ে যাবে।

গতকাল সকালে উপাচার্যসহ নবনিযুক্ত কর্মকর্তারা খাতায় স্বাক্ষর করে যার যার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এ সময় নতুন ভিসির প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে অধ্যাপক হাদী বলেন, এ পদে যোগ দিয়ে আমার বেশ ভালই লাগছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সবার সহযোগিতা চেয়ে বলেন, সবকিছুই চলবে নিয়ম মাফিক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অশান্ত পরিবেশ সম্পর্কে তিনি বলেন, কয়েকদিন গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন প্রসঙ্গে বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে নাকি পিজি হাসপাতাল হবে– তার সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব সম্পূর্ণ সরকারের। আমি এসেছি এখানে চাকরি করতে।